কালের কণ্ঠ

তারিখ 02 APR 2015
পৃষ্ঠা ১ কলাম ৩

এইচএসসি-সমমানের পরীক্ষা

নির্বিঘ্ন প্রথম দিন, শঙ্কা বাকি পরীক্ষা নিয়ে

নিজস্ব প্রতিবেদক ▷

জানুয়ারি থেকেই উৎকণ্ঠা ছিল। মাঝে এসএসসি ও সমমানের পরীক্ষা সেই শঙ্কা আরো বাড়িয়ে দিয়েছে। কারণ বিএনপি জোটের অবরোধ-হরতালের মুখে এসএসসির একটি পরীক্ষাও নির্ধারিত সূচি অনুযায়ী নেওয়া যায়নি। সব পরীক্ষা নিতে হয়েছে সাপ্তাহিক ছুটির দিন শুক্র ও শনিবার। তাই এইচএসসি ও সমমানের পরীক্ষা নির্ধারিত দিনে হবে কি না তা নিয়ে পরীক্ষার্থী, অভিভাবক ও শিক্ষকদের উদ্বেগ ছিলই। তবে শেষ পর্যন্ত সব শঙ্কা কাটিয়ে গতকাল বুধবার নির্বিঘ্নেই অনুষ্ঠিত হলো এইচএসসির প্রথম দিনের পরীক্ষা।

শিক্ষা মন্ত্রণালয়ে স্থাপিত কন্ট্রোল রুম সূত্রে জানা যায়, এবারের পরীক্ষায় অংশ নিচ্ছে ১০ লাখ ৭৩ হাজার ৮৮৪ জন শিক্ষার্থী। সারা দেশের ১০ শিক্ষা বোর্ডের অধীনে দুই হাজার ৪১৫টি কেন্দ্রে গতকাল পরীক্ষা হয়েছে। তবে প্রথম দিনেই সারা দেশে অনুপস্থিত ছিল ১০ হাজার ১৯৬ জন পরীক্ষার্থী। অনুপস্থিতির এই হার

▶▶ পৃষ্ঠা ৮ ক. ১

নির্বিঘ্ন প্রথম দিন

▶▶ প্রথম পৃষ্ঠার পর

আগের চেয়ে বেশি।

গতকাল রাজধানীর কেন্দ্রগুলোর আশপাশে আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর উল্লেখযোগ্যসংখ্যক সদস্যের উপস্থিতি দেখা গেছে। বৃষ্টি মাথায় নিয়েই রাজধানীর বিভিন্ন কেন্দ্রের বাইরে অভিভাবকদের অপেক্ষা করতে দেখা যায়। তবে প্রথম দিনের পরীক্ষা নির্বিঘ্নে হলেও শিক্ষার্থী, অভিভাবক ও শিক্ষকদের কপালের ভাঁজ দূর হয়নি। বাকি পরীক্ষাগুলো নির্ধারিত সময়, সুষ্ঠুভাবে নেওয়া যাবে কি না তা নিয়ে উদ্বেগ আর উৎকণ্ঠায় আছেন তাঁরা।

আজ বৃহস্পতিবার শুধু কারিগরি বোর্ডের অধীনে এইচএসসি ভোকেশনাল পরীক্ষা রয়েছে। সূচি অনুযায়ী এইচএসসি, মাদ্রাসা ও কারিগরির অন্যান্য পরীক্ষা হওয়ার কথা রয়েছে আগামী সোমবার।

শিক্ষামন্ত্রী নুরুল ইসলাম নাহিদও গতকাল বিকেলে এক অনুষ্ঠানে সাংবাদিকদের বলেছেন, '১১ লাখ শিক্ষার্থীর পরীক্ষা নিয়ে চিন্তায় ছিলাম। কারণ শিক্ষার্থীরা ক্ষতিগ্রস্ত হলে আমাকে কেউ ছাড় দিত না। তবে আশার বিষয়, আমরা কোথাও কোনো ধরনের অপ্রীতিকর ঘটনার খবর পাইনি।'

আন্তশিক্ষা বোর্ড সমন্বয় সাবকমিটি সূত্র জানায়, গতকালের পরীক্ষায় অনুপস্থিত ছিল ১০ হাজার ১৯৬ জন। এর মধ্যে ঢাকা বোর্ডে এক হাজার ৯১১, রাজশাহীতে এক হাজার ১০০, কুমিল্লায় ৯৩৪, যশোরে এক হাজার ৭৪, চট্টগ্রামে ৭৭৬, সিলেটে ৪৭৭, বরিশালে ৩৯৩ ও দিনাজপুরে ৮৪৬ ও মাদ্রাসা বোর্ডে এক হাজার ৪৭৬ এবং কারিগরি বোর্ডে অনুপস্থিত ছিল এক হাজার ১৭৯ জন পরীক্ষার্থী। আর অসদুপায় অবলম্বনের দায়ে ২৬ পরীক্ষার্থীকে বহিষ্কার করা হয়েছে। চারজন পরিদর্শকও বহিষ্কার হয়েছেন।

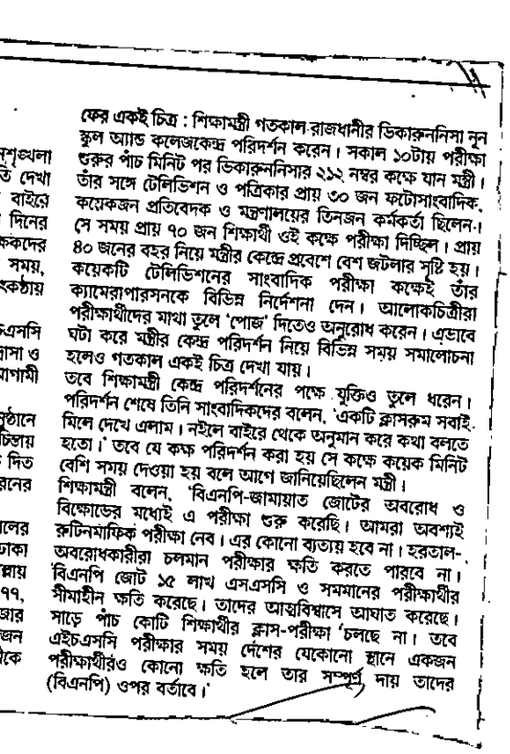

ফের একই চিত্র : শিক্ষামন্ত্রী গতকাল রাজধানীর ভিকারুননিসা নূন স্কুল অ্যান্ড কলেজকেন্দ্র পরিদর্শন করেন। সকাল ১০টায় পরীক্ষা শুরুর পাঁচ মিনিট পর ভিকারুননিসার ২১২ নম্বর কক্ষে যান মন্ত্রী। তাঁর সঙ্গে টেলিভিশন ও পত্রিকার প্রায় ৩০ জন ফটোসাংবাদিক, কয়েকজন প্রতিবেদক ও মন্ত্রণালয়ের তিনজন কর্মকর্তা ছিলেন। সে সময় প্রায় ৭০ জন শিক্ষার্থী ওই কক্ষে পরীক্ষা দিচ্ছিল। প্রায় ৪০ জনের বহর নিয়ে মন্ত্রীর কেন্দ্রে প্রবেশে বেশ জটলার সৃষ্টি হয়। কয়েকটি টেলিভিশনের সাংবাদিক পরীক্ষা কক্ষেই তাঁর ক্যামেরাপারসনকে বিভিন্ন নির্দেশনা দেন। আলোকচিত্রীরা পরীক্ষার্থীদের মাথা তুলে 'পোজ' দিতেও অনুরোধ করেন। এভাবে ঘটা করে মন্ত্রীর কেন্দ্র পরিদর্শন নিয়ে বিভিন্ন সময় সমালোচনা হলেও গতকাল একই চিত্র দেখা যায়।

তবে শিক্ষামন্ত্রী কেন্দ্র পরিদর্শনের পক্ষে যুক্তিও তুলে ধরেন। পরিদর্শন শেষে তিনি সাংবাদিকদের বলেন, 'একটি ক্লাসরুম সবাই মিলে দেখে এলাম। নইলে বাইরে থেকে অনুমান করে কথা বলতে হতো।' তবে যে কক্ষ পরিদর্শন করা হয় সে কক্ষে কয়েক মিনিট বেশি সময় দেওয়া হয় বলে আগে জানিয়েছিলেন মন্ত্রী।

শিক্ষামন্ত্রী বলেন, 'বিএনপি-জামায়াত জোটের অবরোধ ও বিক্ষোভের মধ্যেই এ পরীক্ষা শুরু করেছি। আমরা অবশ্যই রুটিনমাফিক পরীক্ষা নেব। এর কোনো ব্যত্যয় হবে না। হরতাল-অবরোধকারীরা চলমান পরীক্ষার ক্ষতি করতে পারবে না। বিএনপি জোট ১৫ লাখ এসএসসি ও সমমানের পরীক্ষার্থীর সীমাহীন ক্ষতি করেছে। তাদের আত্মবিশ্বাসে আঘাত করেছে। সাড়ে পাঁচ কোটি শিক্ষার্থীর ক্লাস-পরীক্ষা চলছে না। তবে এইচএসসি পরীক্ষার সময় দেশের যেকোনো স্থানে একজন পরীক্ষার্থীরও কোনো ক্ষতি হলে তার সম্পূর্ণ দায় তাদের (বিএনপি) ওপর বর্তাবে।'